ক) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা এবং ‘ভারত’ ধারণা

১. ভূমিকা (Introduction)

ইতিহাসচিন্তা কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচিন্তা আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসবোধের মতো ঘটনাকেন্দ্রিক বা কালানুক্রমিক ছিল না; বরং তা ছিল **দার্শনিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধনির্ভর**। এই ইতিহাসচিন্তার মধ্যেই ‘**ভারত**’ ধারণার জন্ম ও বিকাশ ঘটে।

প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে ‘ভারত’ কেবল একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, বরং ছিল একটি **সভ্যতাগত ও সাংস্কৃতিক ধারণা**।

২. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার স্বরূপ

২.১ ইতিহাসচিন্তার ধারণা

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচিন্তা গড়ে উঠেছিল মূলত—

- ধর্মীয় আখ্যান
- পুরাণকথা
- মহাকাব্য
- স্মৃতি ও ঐতিহ্যের ধারায়

এখানে ইতিহাস মানে ছিল **ইতিবৃত্ত**—অতীতের ঘটনাকে স্মরণ করে তার নৈতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য অনুধাবন।

২.২ ইতিহাসচিন্তার প্রধান উৎস

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার উৎসসমূহ হলো—

1. **বেদ** – সমাজ, ধর্ম ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন
2. **উপনিষদ** – দার্শনিক চিন্তা ও আত্মজ্ঞান
3. **রামায়ণ ও মহাভারত** – ঐতিহাসিক স্মৃতি ও আদর্শ
4. **পুরাণ** – রাজবংশ, সৃষ্টি ও কালচক্রের বর্ণনা
5. **ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি** – সামাজিক ও নৈতিক বিধান

☞ এগুলিতে ঘটনাবিবরণ অপেক্ষা **নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব বেশি**।

---

৩. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার বৈশিষ্ট্য

৩.১ কালচক্র ধারণা

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তায় ইতিহাস ছিল **চক্রাকার (Cyclic)**—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আবর্তন। যুগ ধারণা (সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) এই চিন্তার দৃষ্টান্ত।

৩.২ ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাধান্য

ইতিহাসের মূল্যায়ন হতো ধর্ম, ন্যায় ও অধর্মের আলোকে। রাজাদের বিচার করা হতো তাঁদের **ধর্মপালন** অনুযায়ী।

৩.৩ ব্যক্তিনির্ভর নয়, আদর্শনির্ভর ইতিহাস

প্রাচীন ইতিহাসচিন্তায় ব্যক্তির কীর্তির চেয়ে আদর্শ ও কর্মের গুরুত্ব বেশি ছিল।

৩.৪ মৌখিক ঐতিহ্য

ইতিহাস মূলত মৌখিকভাবে সংরক্ষিত হতো—গাথা, কাব্য ও কাহিনির মাধ্যমে।

---

৪. ‘ভারত’ ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ

৪.১ ‘ভারত’ নামের উৎস

‘ভারত’ শব্দের উৎস—

- **ঋগ্বেদে উল্লিখিত ‘ভরত’ জনজাতি**
- পুরাণে বর্ণিত **রাজা ভরত**
- **ভরতবর্ষ** ধারণা

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

“উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।”

৪.২ ভৌগোলিক ধারণা হিসেবে ‘ভারত’

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতকে হিমালয় ও সমুদ্রবেষ্টিত একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

৪.৩ সাংস্কৃতিক ধারণা হিসেবে ‘ভারত’

‘ভারত’ ছিল—

- ধর্মীয় ঐক্য
- সাংস্কৃতিক বহুত্ব
- ভাষা ও আচার-অনুশীলনের সমন্বয়

☞ ভারত ছিল একটি **সভ্যতাগত সত্তা**।

---

৫. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ও আধুনিক ইতিহাসবোধের পার্থক্য

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা	**আধুনিক ইতিহাসবোধ**
ধর্মনির্ভর	ধর্মনিরপেক্ষ
চক্রাকার কাল	রৈখিক কাল
নৈতিকতা প্রধান	তথ্য ও দলিল প্রধান
আখ্যাননির্ভর	ঘটনানির্ভর

---

৬. মূল্যায়ন (Evaluation)

যদিও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাব ছিল, তবুও তা ভারতীয় সভ্যতার আত্মপরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ‘ভারত’ ধারণা এই ইতিহাসচিন্তার মধ্য দিয়েই একটি **সমন্বয়বাদী ও ঐতিহাসিক চেতনা** হিসেবে গড়ে উঠেছে।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ছিল স্মৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এর মধ্য দিয়েই ‘ভারত’ কেবল একটি দেশ নয়, বরং একটি **সভ্যতা ও চেতনার নাম** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
2. ‘ভারত’ ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করো।
3. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ও আধুনিক ইতিহাসবোধের পার্থক্য লেখো।

১. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর :
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসবোধের মতো তথ্যনির্ভর বা কালানুক্রমিক ছিল না। এটি ছিল মূলত **ধর্ম, দর্শন ও নৈতিকতার আলোকে অতীতকে উপলব্ধি করার একটি বিশেষ পদ্ধতি**। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ছিল **ধর্মনির্ভর**। ইতিহাসকে ধর্ম, ন্যায় ও অধর্মের মানদণ্ডে বিচার করা হতো। রাজাদের কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা মূল্যায়িত হতো তাঁদের ধর্মপালনের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত, এখানে ইতিহাসের ধারণা ছিল **চক্রাকার (Cyclic)**। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ধারায় ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে—এই ধারণা যুগতত্ত্বে (সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) প্রতিফলিত।

তৃতীয়ত, প্রাচীন ইতিহাসচিন্তায় **নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব** ছিল বেশি। ঘটনাবিবরণ অপেক্ষা আদর্শ আচরণ ও নৈতিক বার্তা প্রাধান্য পেত।

চতুর্থত, ইতিহাস সংরক্ষণ হতো প্রধানত **মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে**—বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য ও পুরাণে।

পঞ্চমত, এটি ছিল **ব্যক্তিনির্ভর নয়, আদর্শনির্ভর ইতিহাসচিন্তা**। ব্যক্তির জীবন নয়, তার কর্ম ও ধর্মই ছিল মুখ্য।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে।

---

২. ‘ভারত’ ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
‘ভারত’ ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারতে ‘ভারত’ কেবল একটি ভৌগোলিক নাম ছিল না, বরং একটি **সভ্যতাগত ও সাংস্কৃতিক ধারণা**।

‘ভারত’ শব্দের উৎপত্তি বিভিন্ন উৎসে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ‘ভরত’ নামক এক জনজাতির উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে পুরাণসমূহে রাজা ভরতের নামানুসারে ‘ভরতবর্ষ’ ধারণার প্রচলন ঘটে। বিষ্ণুপুরাণে ভারতকে হিমালয় ও সমুদ্রবেষ্টিত একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভৌগোলিক অর্থে ভারত ছিল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, কিন্তু সাংস্কৃতিক অর্থে এটি ছিল বহু ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনুশীলনের সমন্বয়। ধর্মীয় ঐক্য, তীর্থভ্রমণ, মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনি ভারতীয়দের মধ্যে একটি **সমষ্টিগত পরিচয়বোধ** গড়ে তোলে।

এইভাবে ‘ভারত’ ধারণা ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক পরিচয় ছাড়িয়ে **সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক** হয়ে ওঠে।

---

৩. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ও আধুনিক ইতিহাসবোধের পার্থক্য আলোচনা করো।

উত্তর :
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ও আধুনিক ইতিহাসবোধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যা দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ছিল মূলত **ধর্ম ও দর্শননির্ভর**, যেখানে আধুনিক ইতিহাসবোধ ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন কালে ইতিহাসকে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে তথ্য, দলিল ও প্রমাণের উপর জোর দেওয়া হয়।

কালধারণার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রাচীন ইতিহাসচিন্তায় কাল ছিল চক্রাকার, অথচ আধুনিক ইতিহাসবোধে কাল রৈখিক ও ক্রমানুসারী।

পাশাপাশি, প্রাচীন ইতিহাস আখ্যান, কাব্য ও পুরাণনির্ভর হলেও আধুনিক ইতিহাস লিখিত দলিল, প্রত্নতত্ত্ব ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে রচিত।

তবে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচিন্তা ভারতীয় সভ্যতার আত্মপরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, আর আধুনিক ইতিহাসবোধ সেই ঐতিহ্যকে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছে।